International Labour Organization

Remediation Coordination Cell

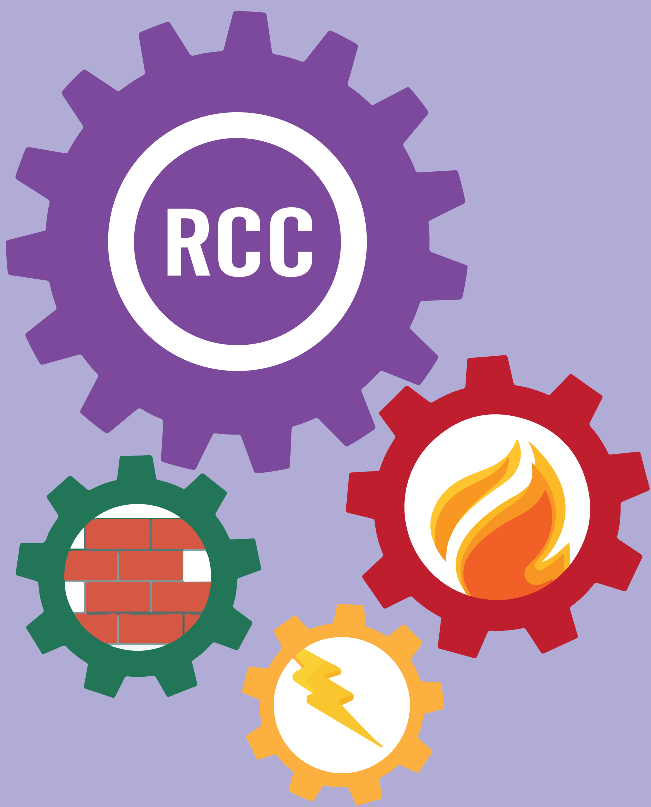

Canada

Kingdom of the Netherlands

UKaid
from the British people

বাংলাদেশে তৈরি পোশাক কারখানাগুলোতে সংস্কার

২০১৩ সালের এপ্রিলে রানা প্লাজা ধ্বসের পর বাংলাদেশের তৈরি পোশাক কারখানাগুলোর কাঠামোগত, বৈদ্যুতিক এবং অগ্নি নিরাপত্তা ব্যবস্থা পরিদর্শন অবিলম্বে অগ্রাধিকার পায়। ২০১৫ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে ৩৭৮০টি রপ্তানিমুখী গার্মেন্টস কারখানা পরিদর্শন করা হয়। একর্ড অন ফায়ার এ্যান্ড বিল্ডিং সেফটি ইন বাংলাদেশ (একর্ড) এবং অ্যালায়েন্স ফর বাংলাদেশ ওয়ার্কার সেফটি (অ্যালায়েন্স) নামক দুটি ক্রেতা জোট তাদের সদস্য কারখানাগুলো পরিদর্শন করে। অবশিষ্ট কারখানাগুলোর মূল্যায়ন করা হয় বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় উদ্যোগের মাধ্যমে যার সহযোগিতায় ছিল আইএলও'র পোশাক শিল্পে কর্মপরিবেশ উন্নয়ন কর্মসূচি এবং অর্থায়ন করেছে কানাডা, নেদারল্যান্ডস এবং যুক্তরাজ্য সরকার।

পরিদর্শন কার্যক্রম সমাপ্ত হওয়ার পর গুরুত্ব আরোপ করা হয় সংস্কারকাজের উপর। একর্ড এবং অ্যালায়েন্স তাদের ক্রেতাদের সরবরাহকারী কারখানাগুলোকে নিয়ে কাজ শুরু করে। জাতীয় উদ্যোগের অধীনে কারখানাগুলোর সংস্কারকাজ তদারকি করতে ২০১৭ সালের মে মাসে বাংলাদেশ সরকার একটি সংস্কারকাজ সমন্বয় কেন্দ্র (আরসিসি) প্রতিষ্ঠা করে যেটি পূর্ণ সক্ষমতা অর্জনের পর একর্ড এবং অ্যালায়েন্স কারখানাগুলোর কর্মনিরাপত্তারও তদারকি করবে। আরসিসি ক্রমান্বয়ে একটি শিল্প নিরাপত্তা ইউনিট হিসেবে বিকশিত হবে।

সংস্কার প্রক্রিয়ায় প্রধান অংশীদারদের ভূমিকা

কারখানা মালিক

সংস্কার প্রক্রিয়ায় কারখানা মালিকরা মুখ্য ভূমিকা পালন করবেন। কারখানা মালিকদের দায়িত্ব হলো সংস্কারকাজের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহন এবং প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থাগুলোর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা।

মালিক সংগঠন

বাংলাদেশ তৈরি পোশাক প্রস্তুত ও রপ্তানিকারক সমিতি (বিজিএমইএ) এবং বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিকেএমইএ) প্রয়োজনীয় সংস্কারকাজ পরিচালনা করতে কারখানা মালিকদের উৎসাহ প্রদান করবে এবং সেই সাথে কোন কারখানা প্রয়োজনীয় সংস্কারকাজ না করলে সেটির বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহনের মাধ্যমে সংস্কার প্রক্রিয়াকে সমর্থন যোগাবে।

বাংলাদেশ সরকার

নিয়ন্ত্রক সংস্থাসমূহের মাঝে এবং কারখানাগুলোর নেওয়া বিভিন্ন সংস্কারকাজ উদ্যোগের মধ্যে সমন্বয় নিশ্চিত করবে বাংলাদেশ সরকার। ভবনের নিরাপত্তা এবং পেশাগত সেফটি ও স্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে সরকার তার আইনী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করবে। এছাড়াও সরকার সংস্কারকাজ প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা এবং সংস্কারকাজ সংক্রান্ত তথ্যের সহজলভ্যতা নিশ্চিত করবে।

শ্রমিক সংগঠন

শ্রমিক সংগঠনগুলো কারখানার সংস্কারকাজ প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণে সহায়তা করবে এবং শ্রমিকদের সংস্কারকাজ সংক্রান্ত উদ্বেগ জানানোর মাধ্যম হিসেবে কাজ করবে।

সংস্কারকাজের সুবিধা

কারখানা মালিকরা সংস্কারকাজকে দেখতে পারেন একটি বিনিয়োগ হিসেবে যার মাধ্যমে নিশ্চিত হবে তাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা এবং ক্রেতাদের আস্থা। এছাড়াও সংস্কারকাজ হলে কর্মীরা তাদের কর্মক্ষেত্রে নিরাপদ বোধ করবে এবং একটি সৌহার্দপূর্ণ কর্মপরিবেশ তৈরি হবে।

সংস্কারকাজ বাংলাদেশ সরকারের জন্য ইতিবাচক কারণ এটি এদেশের তৈরি পোশাক শিল্পের ভাবমূর্তি বৃদ্ধি করবে এবং অধিক ক্রয় আদেশ ও বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্ট করবে।

সংস্কারকাজের আইনগত ভিত্তি

বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ (২০১৩ সালে সংশোধিত) এর ৬১ (২) ধারা অনুযায়ী যদি কোন শ্রম পরিদর্শকের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, কোন প্রতিষ্ঠান ভবন বা সেটির কোন অংশ বা সেটির কোন পথ, যন্ত্রপাতি অথবা প্ল্যান্ট/উৎপাদনের জায়গা (অভ্যন্তরীণ বৈদ্যুতিক স্থাপনাসহ) এর ব্যবহার মানবজীবন অথবা নিরাপত্তার জন্য আশু বিপজ্জনক, সেক্ষেত্রে তিনি প্রতিষ্ঠানের মালিক বরাবর লিখিত আদেশ জারীর মাধ্যমে উক্ত ত্রুটির যথাযথ মেরামত বা সংশোধন না হওয়া পর্যন্ত সেটির ব্যবহার নিষিদ্ধ করতে পারবেন।

সেই সাথে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (ডাইফ) মহাপরিদর্শকের নেতৃত্বে সরকার নিযুক্ত একটি রিভিউ প্যানেল প্রকৌশলীদের মতামত নিয়ে নিরাপত্তাজনিত কারণে কারখানার কার্যক্রম বন্ধের নির্দেশ দিতে পারবে।

সংস্কারকাজের কৌশলপত্র

তৈরি পোশাক খাতে সংস্কারকাজ কৌশলের রুপরেখা দেওয়া আছে বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় ত্রিপক্ষীয় কর্মপরিকল্পনা (এনটিপিএ, জুলাই ২০১৩) এবং তৈরি পোশাক খাতের জন্য সাসটেইনিবিলিটি কম্প্যাক্টএ (জুলাই ২০১৩)। এই কৌশলের উদ্দেশ্য হল বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পে নিরাপদ এবং শোভন কর্ম পরিবেশ নিশ্চিত করা। এছাড়াও এই পদক্ষেপটি ব্যবসা-বানিজ্য আরো প্রতিযোগিতামূলক করতে ও অংশগ্রহনমূলক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে দেশকে সহায়তা করবে।

সংস্কারকাজ কৌশলপত্রের উদ্দেশ্য

স্বল্প মেয়াদে

- মূল্যায়ন সমাপ্ত করা
- সংস্কারকাজ আরম্ভ করা
- আরসিসিকে কার্যকর করা
- শ্রম পরিদর্শন ব্যবস্থার সংস্কার অব্যাহত রাখা
- ভবন নির্মাণ সংক্রান্ত মানদণ্ডগুলো সামঞ্জস্যপূর্ণ করা
- বেসরকারি খাতের সাথে অভিজ্ঞতা বিনিময় সমাপ্ত করা

মধ্য মেয়াদে

- সংস্কারকাজ সমাপ্ত করা
- নিবন্ধন এবং লাইসেন্সিং এর জন্য একটি সমন্বিত সিঙ্গেল উইন্ডো ব্যবস্থা চালু করা
- কারখানার নিরাপত্তার জন্য মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করা
- নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলোর সংস্কার (আইনগত এবং প্রশাসনিক)

দীর্ঘ মেয়াদে

- কারখানার নিরাপত্তার জন্য আধুনিক লাইসেন্সিং ও অনুমোদন প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠা করা
- স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা কার্যকর করা।
- নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলোর সংস্কার সম্পূর্ণভাবে কার্যকর করা
- অভ্যন্তরীণ তৈরি পোশাকখাত এবং অন্যান্য শিল্পখাতে সংস্কারকাজ সম্প্রসারণ করা

আরো তথ্যের জন্য: http://rcc.dife.gov.bd

Canada

Kingdom of the Netherlands

UKaid from the British people

মূল্যায়ন এবং সংস্কার প্রক্রিয়া

বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পে কাঠামোগত, অগ্নি এবং বৈদ্যুতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কারখানাগুলোকে একটি গ্রহণযোগ্য মানদণ্ড অনুসরণ করতে হবে। এই মান অর্জনের জন্য কারখানাগুলোকে একটি প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যেতে হবে এবং নিরাপত্তা মান বজায় রাখতে হবে। এই প্রক্রিয়াটিতে চারটি প্রধান ধাপ রয়েছে:

১। প্রাথমিক মূল্যায়ন

২। বিস্তারিত মূল্যায়ন

৩। সংস্কারকাজ

৪। স্থিতিশীলতা (নিরাপত্তা মানদণ্ড অনুযায়ী কারখানার কার্যক্রম পরিচালনা করা)

সংস্কারকাজ সমন্বয় কেন্দ্রের (আরসিসি) ভূমিকা

সংস্কারকাজ সমন্বয় কেন্দ্র (আরসিসি) বাংলাদেশ সরকার, মালিক ও শ্রমিক সংগঠনসমূহ এবং উন্নয়ন সহযোগীদের সহায়তায় গঠিত একটি অস্থায়ী প্রতিষ্ঠান। এর জনবলের মধ্যে রয়েছে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রনালয়ের অধীনে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (ডাইফ)-এর প্রকৌশলীবৃন্দ এবং অন্যান্য নিয়ন্ত্রক সংস্থার কর্মকর্তারা। আরসিসিতে নিয়োগপ্রাপ্ত সকলকে সরাসরি তত্ত্বাবধান করেন ডাইফের মহাপরিচালক।

আরসিসির ভূমিকা হলো বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় উদ্যোগের অধীনে তৈরি পোশাক কারখানাগুলোর যে প্রাথমিক মূল্যায়ন হয়েছে তার ফলোআপ করা।

সেই সাথে আরসিসি নতুন প্রতিষ্ঠিত, সম্প্রসারিত এবং স্থানান্তরিত কারখানাগুলোকে শনাক্ত করে নিশ্চিত করবে সেগুলো প্রয়োজনীয় মূল্যায়ন এবং সংস্কারকাজ সম্পাদন করেছে কিনা। বাংলাদেশ সরকারের সংস্কারকাজ কলাকৌশলের সাথে সঙ্গতি রেখে আরসিসি ক্রমান্বয়ে একটি শিল্প নিরাপত্তা ইউনিট হিসেবে আবির্ভূত হবে এবং ডাইফ ও অন্যান্য নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলোর সহযোগিতায় পরিচালিত হবে।

আরসিসি যে পদক্ষেপগুলো গ্রহণ অথবা তদারকি করবে তা সংক্ষেপে তুলে ধরা হল:

[--প্রাথমিক মূল্যায়ন--] [--বিস্তারিত মূল্যায়ন--] [--সংস্কারকাজ--] [--স্থিতিশীলতা--]

প্রাথমিক মূল্যায়ন → প্রাথমিক মূল্যায়নের পর্যালোচনা → *ক্যাপ এবং ডিইএ প্রণয়ন → ক্যাপ এবং ডিইএ যাচাই → সংস্কারকাজের সমাপ্তি → নিরাপত্তা মানদণ্ড মেনে কারখানার কার্যক্রম পরিচালনা করা

*কারেক্টিভ অ্যাকশন প্ল্যান (ক্যাপ) - সংশোধনমূলক কর্মপরিকল্পনা
*ডিটেইল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাসেসমেন্ট (ডিইএ) - ভবনের বিস্তারিত কারিগরি মূল্যায়ন

চার-ধাপ বিশিষ্ট মূল্যায়ন এবং সংস্কারকাজ প্রক্রিয়া

মূল্যায়ন এবং সংস্কারকাজের চারটি ধাপ নিম্নে তুলে ধরা হল:

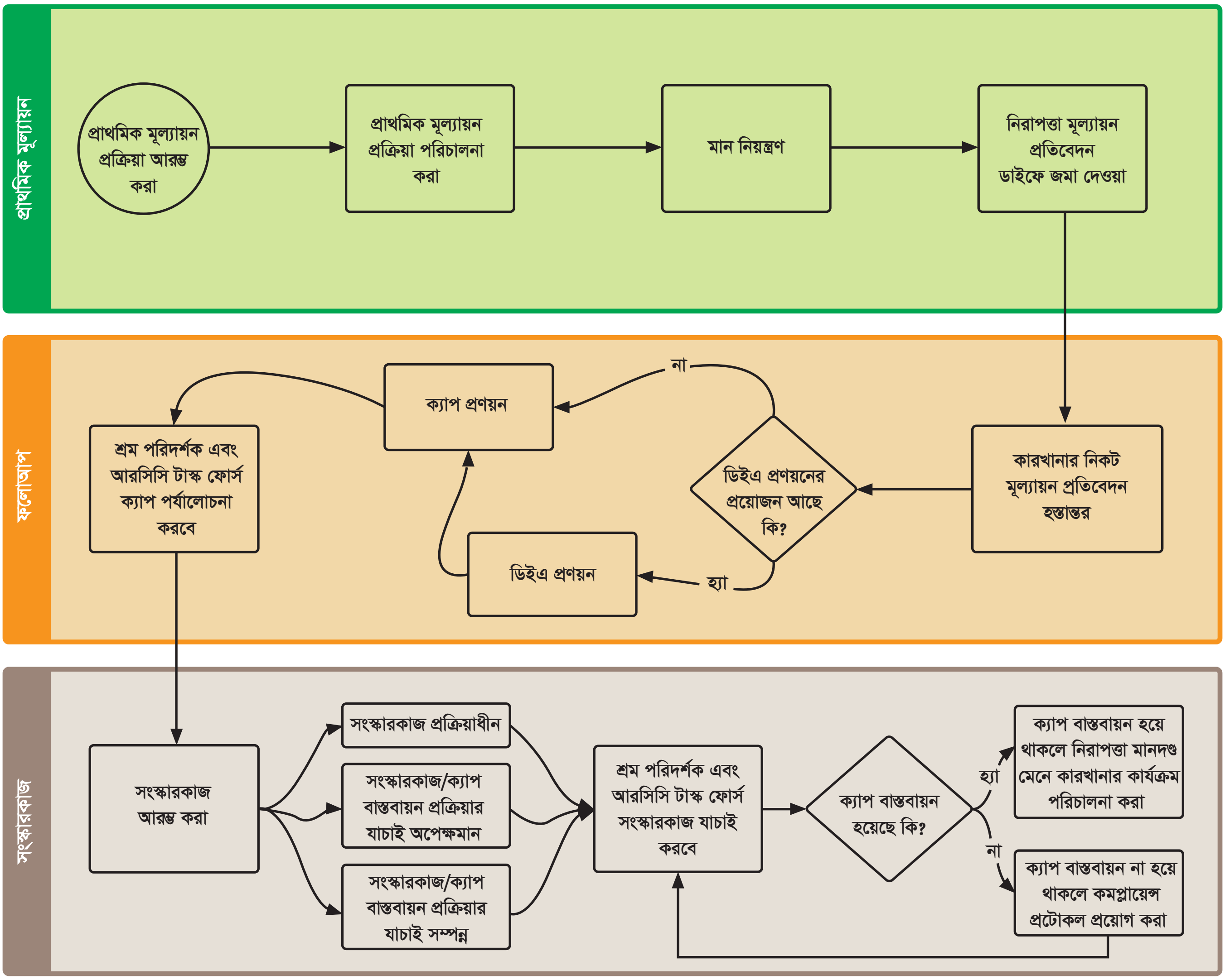

স্থিতিশীলতা

ক্যাপ বা সংশোধনমূলক কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে কারখানাগুলো সংস্কারকাজ সম্পন্ন হবার অনুমোদন পেয়ে থাকে। তবে কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা নিশ্চিত করবার প্রচেষ্টা এখানেই থেমে থাকবে না। সংস্কারকাজ সম্পন্ন করা কারখানাগুলো ডাইফের দৈনন্দিন পরিদর্শনের আওতায় আসবে এবং তাদের নিরাপত্তা মানদণ্ড বজায় রেখে কাজ করতে হবে। দীর্ঘ মেয়াদে আরসিসি একটি শিল্প নিরাপত্তা ইউনিটে (আইএসইউ) পরিণত হবে যা বাংলাদেশের সকল শিল্পখাতের কর্মনিরাপত্তার তদারকি করবে।

আরো তথ্যের জন্য: http://rcc.dife.gov.bd

Canada

Kingdom of the Netherlands

UKaid from the British people

প্রাথমিক মূল্যায়ন ধাপ

প্রাথমিক মূল্যায়নের উদ্দেশ্য হলো গার্মেন্টস কারখানাগুলোর কাঠামোগত, অগ্নি এবং বৈদ্যুতিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা ২০১৩ সালে প্রণীত সমন্বিত জাতীয় গাইড লাইনের মানদণ্ডের আলোকে মূল্যায়ন করা। প্রাথমিক মূল্যায়নের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে কারখানাগুলোর জন্য সংশোধনমূলক কর্মপরিকল্পনা (ক্যাপ) প্রণয়ন করা হয়।

প্রাথমিক মূল্যায়ন কী?

প্রশিক্ষিত প্রকৌশলীদের দ্বারা কারখানার প্রাথমিক মূল্যায়নের সময় সরেজমিনে কারখানা ভবনের কাঠামোগত, অগ্নি এবং বৈদ্যুতিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করা হয়ে থাকে। এই পর্যায়ে স্থাপনার গুরুত্বপূর্ণ কলাম বা ফাউন্ডেশনের ধারণক্ষমতা বিবেচনা করা হয়। এছাড়াও অগ্নি ও বৈদ্যুতিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা মূল্যায়নের জন্য কারখানা ভবন এক বা একাধিকবার পরিদর্শন করে বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণ করা হয়ে থাকে।

বিশ্লেষণের ফলাফল থেকে ভবন বা কারখানার সর্বশেষ কাঠামোগত, অগ্নি এবং বৈদ্যুতিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পর্কে জানা যায়। ফলাফল থেকে আরও জানা যায় যে কোন বিস্তারিত মূল্যায়নের প্রয়োজন আছে কিনা এবং ভবন বা গার্মেন্টস কারখানার মালিককে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা মানদণ্ড অর্জনের জন্য কোন ধরণের সংস্কার পদক্ষেপ নিতে হবে কিনা।

কিভাবে আপনার কারখানার প্রাথমিক মূল্যায়ন করাবেন?

যদি আপনার গার্মেন্টস কারখানা চালু থাকে এবং এটি এখনও একর্ড, অ্যালায়েন্স অথবা বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় উদ্যোগের অধীনে মূল্যায়ন করা না হয়ে থাকে তবে দেরি না করে আপনাকে প্রাথমিক মূল্যায়ন করাতে হবে। কিভাবে মূল্যায়ন করাবেন জানতে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রনালয়ের অধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (ডাইফ) এর সাথে যোগাযোগ করুন।

প্রাথমিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিল

কারখানার কাঠামোগত, অগ্নি এবং বৈদ্যুতিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রাথমিক মূল্যায়ন সম্পন্ন হলে প্রকৌশলীরা মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি ডাইফকে এবং একটি অনুলিপি কারখানাকে প্রদান করবে। মূল্যায়ন প্রতিবেদন গ্রহণ এবং পর্যালোচনার পর স্বচ্ছতা নিশ্চিতের জন্য ডাইফ প্রতিবেদনের সংক্ষিপ্তসার অথবা পূর্ণ প্রতিবেদন তাদের ওয়েব সাইটে প্রকাশ করবে। যেদিন কারখানা মূল্যায়ন প্রতিবেদন গ্রহণ করবে সেদিন থেকে সংস্কারকাজ সমাপ্তের সময়সীমা গণনা করা হবে।

সংশোধনমূলক কর্মপরিকল্পনা (ক্যাপ) প্রণয়ন

কারখানা মালিক বা ব্যবস্থাপক মূল্যায়ন প্রতিবেদন গ্রহণ করবার পর সংশোধনমূলক কর্মপরিকল্পনা (ক্যাপ) প্রণয়ন করবে। প্রাথমিক মূল্যায়নে শনাক্ত করা বিষয়গুলো কত দিনের মধ্যে কিভাবে সংশোধন করা হবে তা বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয় ক্যাপ এ।

এ পর্যায়ে কারখানা মালিক বা ব্যবস্থাপকের যা করণীয়:

- প্রাথমিক মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি পড়তে এবং বুঝতে হবে।
- কোন সংশয় থাকলে ডাইফ (আরসিসি) প্রকৌশলীদের সাথে যোগাযোগ করে তা দূর করতে হবে।
- ভবনের বিস্তারিত কারিগরী মূল্যায়নের (ডিইএ) প্রয়োজন না হলে মূল্যায়ন প্রতিবেদন গ্রহণের দুই সপ্তাহের মধ্যে ডাইফ (আরসিসি)-র প্রকৌশলীর নিকট সংশোধনমূলক কর্মপরিকল্পনা (ক্যাপ) জমা দিতে হবে।
- ডিইএ প্রয়োজন হলে প্রতিবেদন গ্রহণের ছয় সপ্তাহের মধ্যে ডিইএ বাস্তবায়নের পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে।
- কারখানার নিরাপত্তা ব্যবস্থা উন্নতির জন্য তাৎক্ষনিক বাস্তবায়ন করা যায় এমন সংস্কার পদক্ষেপ সক্রিয়ভাবে গ্রহণ করতে হবে।

এ পর্যায়ে প্রকৌশল সহায়তা, ক্যাপ প্রণয়ন এমন কি ডিইএ (প্রয়োজন হলে) বাস্তবায়নের জন্য ডাইফের তালিকাভুক্ত কোন পরামর্শ প্রদানকারী ফার্মকে নিযুক্ত করতে পারবে কারখানাগুলো।

ডিইএ ফার্মের তালিকা: https://bit.ly/2seqaDn

আরো তথ্যের জন্য: http://rcc.dife.gov.bd

Canada

Kingdom of the Netherlands

UKaid from the British people

বিস্তারিত মূল্যায়ন ধাপ

কোন নির্দিষ্ট কারখানা ভবনের বিস্তারিত কারিগরি মূল্যায়ন ডিইএ প্রয়োজন কিনা তা নির্ভর করে এর প্রাথমিক মূল্যায়নের ফলাফলের উপর।

ডিইএ কি?

যদি ভবনের প্রাথমিক মূল্যায়ন প্রতিবেদনে এমন কোনো বিষয় উঠে আসে যার অধিকতর বিশ্লেষণ প্রয়োজন অথবা যদি প্রতিবেদনে পর্যাপ্ত তথ্য না থাকে তবে সে ভবনের সেফটির জন্য ডিইএ'র প্রয়োজন হয়। ভবনের কাঠামোগত, অগ্নি এবং বৈদ্যুতিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা যাচাইয়ের জন্য ডিইএ সুপারিশ করা হয়ে থাকে। এটি করতে বিস্তারিত তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয় এবং পরবর্তীতে প্রয়োজনীয় পরীক্ষা, পরিমাপ, হিসাব-নিকাশ, বিশ্লেষণ ও সুপারিশ করা হয়ে থাকে।

ডিইএ চলাকালীন সময়ে ভবনের কিছু কাঠামো আংশিকভাবে অথবা পুরোপুরি সরিয়ে ফেলতে হতে পারে যেমন কংক্রিট কলাম থেকে নমুনা বের করা, পরীক্ষার জন্য মাটি সংগ্রহ করা, দেয়াল কিংবা বীম সরানো অথবা স্থাপনার অভ্যন্তরে বিস্তারিত নিরীক্ষা করা।

ডিইএ কখন প্রয়োজন?

প্রাথমিক মূল্যায়নের ফলাফল থেকে জানা যাবে ডিইএ প্রয়োজন কিনা। ডিইএ প্রয়োজন হলে কারখানার সংশোধনমূলক কর্মপরিকল্পনায় (ক্যাপ) সে বিষয়ে দিকনির্দেশনা দেওয়া থাকবে।

ডিইএ কিভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে?

ডিইএ বাস্তবায়ন করা কারখানা মালিকের দায়িত্ব। সাধারণত ডিইএ'র প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অবহিত হবার ছয় সপ্তাহের মধ্যে এটি প্রণয়ন করা উচিত। জাতীয় ডিইএ নির্দেশাবলী অনুযায়ী বেশ কিছু প্রকৌশল ফার্মকে কাঠামোগত অথবা অগ্নি/বৈদ্যুতিক ডিইএ সংক্রান্ত সেবা প্রদানের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এসব কোম্পানি এবং নির্দেশাবলী সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (ডাইফ)-এর ওয়েব সাইটে পাওয়া যাবে। এটি মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে অনুমোদনবিহীন কোন কোম্পানিকে দিয়ে ডিইএ প্রণয়ন করানো হলে সেটির ফলাফল গ্রহণযোগ্য হবে না।

ডিইএ প্রতিবেদন দাখিল, অনুমোদন এবং ফলোআপ

ডিইএ সমাপ্ত হলে প্রকৌশল ফার্ম ডিইএ প্রতিবেদনটি কারখানাকে হস্তান্তর করবে। এরপর কারখানাকে প্রতিবেদনটি সংস্কারকাজ সমন্বয় কেন্দ্র (আরসিসি)'র নিকট জমা দিতে হবে। আরসিসির প্রকৌশলীরা সরকারী নিয়ন্ত্রকসংস্থা দ্বারা নিয়োগপ্রাপ্ত প্রকৌশলীদের সহযোগিতায় ডিইএ প্রতিবেদনটি পর্যালোচনা করবে এবং পরবর্তীতে সংস্কারকাজ সমন্বয় কেন্দ্র (আরসিসি)'র টাস্কফোর্স প্রতিবেদনটি চূড়ান্ত করবে। প্রতিবেদনটি অনুমোদিত হলে সেটি পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য কারখানার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। কারখানাকে ডিইএ প্রতিবেদনের সুপারিশ অনুযায়ী তার সংশোধনমূলক কর্মপরিকল্পনা (ক্যাপ) হালনাগাদ করতে হবে এবং সেই অনুযায়ী সংস্কারকাজ বাস্তবায়ন করতে হবে। যদি ডিইএ প্রতিবেদনটি অনুমোদিত না হয় তবে নির্দিষ্ট প্রকৌশল ফার্ম সেটি সংশোধন করবে।

অনুমোদিত ফার্মসমূহের তালিকা: https://bit.ly/2seqaDn
ডিইএ নির্দেশাবলী: https://bit.ly/2J6EckN

International Labour Organization
Canada
Kingdom of the Netherlands
UKaid from the British people

কারখানা
সংস্কারকাজের ধাপসমূহ

সংস্কারকাজ বলতে প্রাথমিক মূল্যায়নের পর কারখানা কর্তৃক প্রণিত সংশোধনমূলক কর্মপরিকল্পনা (ক্যাপস) বাস্তবায়নকে বোঝায়। বাস্তবায়নের পূর্বে সংশোধনমূলক কর্মপরিকল্পনা (ভবনের বিস্তারিত কারিগরি মূল্যায়ন সমেত অথবা ব্যাতিত) সংস্কারকাজ সমন্বয় কেন্দ্রের (আরসিসি) টাস্কফোর্স অনুমোদন করবে। কাঠামোগত সংযোজনের (রেট্রোফিটিং) প্রয়োজন হলে তা অগ্নি এবং বৈদ্যুতিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত সংস্কারকাজের পূর্বে সম্পন্ন করতে হবে।

কারখানা মালিকদের দায়িত্বসমূহ

এ পর্যায়ে মালিকদের দায়িত্বের মধ্যে রয়েছে:

- সংস্কারকাজকে অগ্রাধিকার দেওয়া
- সংশোধনমূলক কর্মপরিকল্পনা (ক্যাপ) এ শনাক্তকৃত সকল কাঠামোগত, অগ্নি এবং বৈদ্যুতিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত পদক্ষেপ বিষয়ে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়ন করা। সংস্কারকাজ বাস্তবায়নের জন্য সতর্কতার সাথে পরিকল্পনা গ্রহণ, অস্থায়ী ভিত্তিতে কারখানা স্থানান্তর অথবা কারখানার উৎপাদন বন্ধ করে দিতে হতে পারে।
- সংস্কারকাজের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণের জন্য একটি তালিকাভুক্ত বেসরকারি পরামর্শ প্রদানকারী ফার্ম এবং কারখানার নিজস্ব নির্মাণ (কাঠামোগত, অগ্নি এবং বৈদ্যুতিক) প্রকৌশলী নিযুক্ত করা।
- একজন কেস হ্যান্ডলারের মাধ্যমে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (ডাইফ/আরসিসি)'র প্রকৌশলীদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা।
- ক্যাপ বাস্তবায়নের অগ্রগতি রের্কড করা এবং প্রতি দুই মাসে অন্তত একবার এ বিষয়ে আরসিসিকে অবহিত করা।

সংস্কারকাজ পর্যবেক্ষণ

আরসিসির প্রকৌশলীরা সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রক সংস্থার প্রকৌশলীদের সহায়তায় সংস্কারকাজের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করবেন এবং সংস্কারকাজ চলছে এমন কারখানা পরিদর্শন করবেন।

সংস্কারকাজের চূড়ান্ত অনুমোদন

সংশোধনমূলক কর্মপরিকল্পনা (ক্যাপ) এবং ভবনের বিস্তারিত কারিগরি মূল্যায়নে (ডিইএ) নির্দিষ্টকৃত সংস্কারকাজ সম্পন্ন হয়েছে, এ মর্মে মালিক কর্তৃক নিয়োজিত প্রকৌশল ফার্ম সনদ প্রদানের পর আরসিসি চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান করবে।

বিস্তারিত তথ্যের জন্য: http://rcc.dife.gov.bd

International Labour Organization
Canada
Kingdom of the Netherlands
UKaid from the British people

International Labour Organization

সংস্কারকাজের অর্থায়ন

বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাতে নিরাপত্তার চাবিকাঠি

ক্রেডিট লাইন

কারখানা মালিকদের ঋণ অথবা অন্য কোন ধরণের তহবিলের সহায়তা নিতে হবে কিনা তা নির্ভর করে সংস্কারকাজের ধরনের উপর। তৈরি পোশাক (আরএমজি) কারখানাগুলোর সংস্কারকাজ বাস্তবায়নের স্বার্থে সহজ শর্তে ঋণ সুবিধার জন্য বেশ কিছু সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ঋণ সুবিধাগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদান করা হল।

অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠান	মোট তহবিল	ঋণের পরিসীমা	অংশগ্রহণকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠান (পিএফআই)	সুদের হার
জাইকা	৩০৫ কোটি টাকা	৩৫ কোটি টাকা	২৫টি বাণিজ্যিক ব্যাংক*	সর্বোচ্চ ৬%
ইউএসএইড	২২০,০০,০০০ ইউএস ডলার	গড়ে ২৫০,০০০ ইউএস ডলার	প্রাইম ব্যাংক, ইউসিবি	অংশগ্রহণকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো (পিএফআই) নির্ধারণ করবে
আইএফসি	৫০০,০০,০০০ ইউএস ডলার	১০০,০০০ - ২ মিলিয়ন ইউএস ডলার	প্রাইম ব্যাংক, ইবিএল, দি সিটি ব্যাংক, ইউসিবিএল	প্রায় ৬%
এএফডি	৫০০,০০,০০০ ইউরো	সর্বোচ্চ ৩ মিলিয়ন ইউরো	এখনও নির্ধারিত হয়নি	সর্বোচ্চ ৭%

*পিএফআইগুলোর সাথে যোগাযোগের বিস্তারিত তথ্য সংযুক্ত করা হয়েছে

বাংলাদেশ ব্যাংক ও জাইকার টু-স্টেপ লোন:

ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর এবং চট্টগ্রাম শহরে অবস্থিত তৈরি পোশাক কারখানা ভবনগুলোর নিরাপত্তা জোরদার করতে বাংলাদেশ ব্যাংক তার "আরবান বিল্ডিং সেইফটি প্রজেক্ট" এর অধীনে এবং জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সি (জাইকা)'র অর্থায়নে একটি দ্বি-ধাপ ঋণ (টু-স্টেপ লোন/টিএসএল) তহবিল প্রতিষ্ঠা করেছে। গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট (পিআইইউ) এর কারিগরি সহায়তা দিচ্ছে। যে সকল ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ (পিএফআই) এই তহবিলের আওতায় আছে তাদের মাধ্যমে উপযুক্ত তৈরি পোশাক শিল্প উদ্যোক্তাদের স্বল্প এবং দীর্ঘ মেয়াদী আর্থিক সুবিধা প্রদান করা হবে।

দ্বি-ধাপ ঋণপ্রাপ্তির যোগ্য কারা?

- আরএমজি ভবন ও কারখানা মালিক
- আরএমজি ভবনের মালিক
- আরএমজি কারখানার মালিক
- BGMEA, BKMEA, BGAPMEA সদস্য
- যে সকল আরএমজি ভবন মালিকেরা বিজিএমইএ/বিকেএমইএ/বিজিএপিএমইএ'র সদস্য না কিন্তু তাদের ভবনগুলো সংযোজন, পুন:নির্মাণ অথবা স্থানান্তরে ইচ্ছুক (প্রতিটি ক্ষেত্রে অবশ্যই বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কমিটির অনুমতি নিতে হবে)।

*বিজিএমইএ - বাংলাদেশ গার্মেন্ট ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন
*বিকেএমইএ - বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন
*বিজিএপিএমইএ - বাংলাদেশ গার্মেন্টস অ্যাক্সেসরিজ অ্যান্ড প্যাকেজিং ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন

অর্থায়নের অংশীদারেরা

এএফডির কর্মসূচি:

তৈরি পোশাক খাতে কারিগরি সহায়তা এবং সাশ্রয়ী ঋণ সুবিধা দিতে ফ্রেঞ্চ উন্নয়ন সংস্থা (এএফডি) একটি অর্থ সংস্থানের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এই কর্মসূচির অর্থায়ন করছে এএফডি, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন (ইউ) এর অধীনে এশিয়ান ইনভেস্টমেন্ট ফ্যাসিলিটি (এআইএফ) এবং কেএফডব্লিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক। জার্মান উন্নয়ন সংস্থা (জিআইজেড) এতে কারিগরী সহায়তা প্রদান করবে। এএফডির লক্ষ্য হলো তৈরি পোশাক কারখানায় নিরাপত্তাজনিত সংযোজন/সংস্কারকাজের জন্য প্রয়োজনীয় বিনিয়োগকে সহায়তা প্রদান এবং একই সাথে পরিবেশগত ও সামাজিক মান উন্নয়ন করা।

ইউএসএইড গ্যারান্টি স্কিম:

অ্যালায়েন্স ফর বাংলাদেশ ওয়ার্কার সেইফটির সদস্য ক্ষুদ্র এবং মাঝারি রপ্তানিমুখী কারখানাগুলোর জন্য ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বরে যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক বৈদেশিক সাহায্যকারী সংস্থা (ইউএসএইড) ১৮ মিলিয়ন ইউএস ডলারের একটি ঋণ তহবিল প্রতিষ্ঠা করে। যে সকল কারখানার নিরাপত্তা ব্যবস্থা ইতিমধ্যে মূল্যায়ন করা হয়েছে এবং যেগুলোর সংশোধনমূলক কর্মপরিকল্পনা (ক্যাপ) রয়েছে শুধুমাত্র তারাই এই ঋণ সুবিধা নিতে পারবে। এই স্কিমের আওতায় ঋণ সংক্রান্ত ঝুঁকির জন্য অ্যালায়েন্স ১.৫ মিলিয়ন ডলার বরাদ্দ রেখেছে।

আইএফসি - স্থানীয় ব্যাংকের মাধ্যমে স্বল্প সুদে ঋণ সুবিধা গ্রহণ:

সংস্কারকাজ পরিচালনাকারী কারখানা মালিকদের সহজ শর্তে ঋণ সুবিধা দেওয়ার জন্য ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্স কর্পোরেশন (আইএফসি) ৪০ মিলিয়ন ইউএস ডলার প্রদান করবে। যে সকল কারখানা একর্ড অন ফায়ার এন্ড বিল্ডিং সেইফটি ইন বাংলাদেশ এবং অ্যালায়েন্স ফর বাংলাদেশ ওয়ার্কার সেইফটির সদস্য কেবলমাত্র তারাই এই ঋণ সুবিধা নিতে পারবে। এই তহবিল বিতরণ করছে চারটি অংশগ্রহনকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠান (পিএফআই) যারা সংশোধনমূলক কর্মপরিকল্পনায় চিহ্নিত তৈরি পোশাক কারখানাগুলোর সংস্কারকাজের অর্থায়ন করছে।

আর্থিক এবং উন্নয়নসংস্থা (আইএফসি, জাইকা, এএফডি এবং ইউএসএইড):

এই সংস্থাগুলো মূলত ঋণ সুবিধার ব্যবস্থা করে থাকে এবং পিএফআই নির্বাচনের প্রক্রিয়াকে সহজতর করে। তারা বিভিন্ন অংশীদারদের মাঝে আলোচনা এগিয়ে নেয় যাতে ঋণ গ্রহিতাদের জন্য আর্থিক সুবিধা সহজলভ্য হয়।

অংশগ্রহণকারী ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান (পিএফআই):

পিএফআইদের দায়িত্ব হলো ঋণ গ্রাহকদের চিহ্নিত করা, ঋণ চুক্তি বাস্তবায়ন করা, ঋণের টাকা বিতরণ করা, ঋণ পরিশোধের অর্থ সংগ্রহ করা এবং ঋণ চুক্তি অনুযায়ী তহবিল ব্যবহার হচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করা।

তৈরি পোশাক কারখানা (ঋণ গ্রহিতা):

নির্দিষ্ট ঋণ সুবিধা (ক্রেডিট লাইন) অনুযায়ী তৈরি পোশাক কারখানাগুলো সংস্কারকাজের জন্য বিশেষ সুদহারে আর্থিক সুবিধা পেয়ে থাকে। এই ঋণ পাওয়ার জন্য তৈরি পোশাক কারখানাগুলোকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা দেওয়া, পিএফআইদের সংস্কারকাজের সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে জানানো এবং চুক্তি অনুযায়ী তহবিলের টাকা যথাযথভাবে ব্যবহার করতে হবে।

বিদেশী ক্রেতা:

বিদেশী ক্রেতারা সংস্কারকাজে বিনিয়োগের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কারখানা মালিকদের সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সংস্কার সংশ্লিষ্ট কর্মকান্ডের বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ করে থাকে।

যোগাযোগ

অংশগ্রহণকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে যোগাযোগের তথ্য

ব্যাংক	ঋণের ধরন
জনাব আব্দুল মোমেন ব্র্যাক ব্যাংক লিমিটেড এসএমই ব্যাংকিং ডিভিশন এসএভিপিও ও হেড অফ এসএমই +৮৮ ০২ ৮৮৩৬৩০২	■ জাইকা - দ্বি-ধাপ ঋণ তহবিল (টিএসএল)
জনাব মোঃ খুরশেদ আলম ইস্টার্ন ব্যাংক লিমিটেড (ইবিএল) এসএমই ব্যাংকিং ইভিপি ও হেড অফ এসএমই +৮৮ ০২ ৯৫১৫০৭৮	■ জাইকা - দ্বি-ধাপ ঋণ তহবিল (টিএসএল) ■ আইএফসি - স্থানীয় ব্যাংকের মাধ্যমে স্বল্প সুদে ঋণ
জনাব মোঃ কাজী মাহমুদ করিম প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড ইভিপি ও হেড অফ এসএমই +৮৮ ০১৭১৩ ২৭৭ ৬৯৩	■ জাইকা - দ্বি-ধাপ ঋণ তহবিল (টিএসএল) ■ আইএফসি - স্থানীয় ব্যাংকের মাধ্যমে স্বল্প সুদে ঋণ ■ ইউএসএইড - গ্যারান্টি স্কিম
জনাব সাদাত আহমেদ খান হেড অফ এসএমই দি সিটি ব্যাংক লিমিটেড +৮৮ ০১৮১৯ ৩২৮ ৯৮০	■ জাইকা - দ্বি-ধাপ ঋণ তহবিল (টিএসএল) ■ আইএফসি - স্থানীয় ব্যাংকের মাধ্যমে স্বল্প সুদে ঋণ
জনাব সাইফুল এ চৌধুরী ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক (ইউসিবি) এসভিপি, আরএমজি বিজনেস ডিভিশন +৮৮ ০২ ৫৫৬৬৮০৭০ এক্সট ৪২০৪	■ জাইকা - দ্বি-ধাপ ঋণ তহবিল (টিএসএল) ■ আইএফসি - স্থানীয় ব্যাংকের মাধ্যমে স্বল্প সুদে ঋণ ■ ইউএসএইড - গ্যারান্টি স্কিম

আরো তথ্যের জন্য

জনাব মোঃ মাহফুজুর রহমান
উপ-মহাপরিদর্শক (ডিআইজি)
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন
অধিদপ্তর (ডাইফ)
ফোন: +৮৮ ০২ ৫৫০১৩৬৩৮
ই-মেইল: dig.safety.dife@gmail.com

জনাব মোঃ ফারুক হোসাইন
সহকারি যুগ্ম সচিব, বিকেএমইএ
গবেষণা ও উন্নয়ন সেল
ফোন: +৮৮ ০২ ৯৬০৪৯৮
ই-মেইল: iart3@bkmea.com

প্রকৌশলী রবিউল ইসলাম
জ্যেষ্ঠ উপ-সচিব, বিজিএমইএ
ফোন: +৮৮ ০১৬৭৩৯০০৩২০
ইমেইল: robiulee8@gmail.com

আরো তথ্যের জন্য ভিজিট করুন: http://rcc.dife.gov.bd

Canada

Kingdom of the Netherlands

UKaid from the British people

বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পের জন্য
রেমিডিয়েশন কো-অর্ডিনেশন সেল (আরসিসি)

২০১৩ সালের এপ্রিলে রানা প্লাজা ধ্বসের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের সকল রপ্তানিমুখী পোশাক কারখানার কাঠামোগত, অগ্নি এবং বৈদ্যুতিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার অবিলম্বে পরিদর্শন অগ্রাধিকার পায়।

বাংলাদেশ অ্যাকর্ড অন ফায়ার অ্যান্ড বিল্ডিং সেফটি (অ্যাকর্ড) ও অ্যালায়েন্স ফর বাংলাদেশ ওয়ার্কার সেফটি (অ্যালায়েন্স) নামক দুইটি ক্রেতা জোট তাদের সদস্যদের সরবরাহকারী কারখানাগুলো পরিদর্শন করে। অবশিষ্ট কারখানাগুলোর মূল্যায়ন করা হয় আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) দ্বারা সমর্থিত একটি জাতীয় উদ্যোগ (ন্যাশনাল ইনিশিয়েটিভ) এর মাধ্যমে যার অর্থায়ন করেছে কানাডা, নেদারল্যান্ডস এবং যুক্তরাজ্য সরকার।

২০১৫ সালের ডিসেম্বর মাসে পরিদর্শন সমাপ্ত হওয়ার পর কারখানাগুলোর সংস্কারকাজের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। পরিদর্শন প্রতিবেদনগুলোতে উল্লিখিত সুপারিশ এবং সংশোধনমূলক কর্মপরিকল্পনা (ক্যাপ) অনুযায়ী কারখানা মালিকদের এখন সংস্কারকাজ সম্পন্ন করতে হবে। ২০১৭ সালে প্রতিষ্ঠিত রেমিডিয়েশন কো-অর্ডিনেশন সেল (আরসিসি) নামক একটি সংস্কারকাজ সমন্বয় কেন্দ্র ন্যাশনাল ইনিশিয়েটিভ-এর অধীনস্থ পোশাক কারখানাগুলোতে সংস্কারকাজ সম্পন্ন হয়েছে কিনা তা যাচাই করছে।

আরসিসি কেন গুরুত্বপূর্ণ?

তৈরি পোশাক কারখানাগুলোতে নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করবার একটি প্রধান ধাপ হলো আরসিসি।

আরসিসির মাধ্যমে নিরাপত্তা সংক্রান্ত সংস্কারকাজের একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো তৈরি হবে এবং দীর্ঘমেয়াদে সকল শিল্পখাত এর দ্বারা উপকৃত হবে।

এছাড়াও আরসিসি জাতীয় নিয়ন্ত্রক সংস্থাসমূহের দক্ষতা এবং তাদের মাঝে সহযোগিতা বৃদ্ধি করতে অবদান রাখছে।

অ্যাকর্ড, অ্যালায়েন্স এবং উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহের অনুপস্থিতিতে আরসিসি শিল্পখাতে কর্মনিরাপত্তারও তদারকি করবে।

আরসিসিতে কারা আছেন?

আরসিসিতে কর্মরত আছেন বিভিন্ন নিয়ন্ত্রক সংস্থার প্রতিনিধিরা:

- কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (ডাইফ)
- ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর
- রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক)
- গণপূর্ত অধিদপ্তর
- বৈদ্যুতিক উপদেষ্টা ও প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শক এর দপ্তর
- চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

প্রাথমিকভাবে সংস্কারকাজ ফলোআপ করতে তাদের প্রযুক্তিগত সহায়তা দিচ্ছেন বেসরকারি খাতের প্রকৌশলীরা।

আরসিসির উদ্দেশ্য

দীর্ঘমেয়াদে আরসিসি একটি শিল্প নিরাপত্তা ইউনিটে রূপান্তরিত হবে এবং ওয়ান স্টপ সেবাকেন্দ্র হিসাবে কাজ করবে।

ব্যবসা উদ্যোক্তারা কারখানা স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় সকল লাইসেন্স এই ওয়ান স্টপ সেবাকেন্দ্র থেকে সংগ্রহ করতে পারবেন।

কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং একই সাথে আরো কার্যকর, স্বচ্ছ ও উন্নত বিনিয়োগ পরিবেশ সৃষ্টিতে অবদান রাখবে আরসিসি।

এর ফলে দেশের সকল শিল্পখাত ও এতে নিযুক্ত কর্মীরা উপকৃত হবেন।

আরসিসির অংশীদার

বাংলাদেশ সরকারের উদ্যোগে এবং বাংলাদেশ তৈরি পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতি (বিজিএমইএ) ও বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফেকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিকেএমইএ)-এর সহযোগিতায়, ট্রেড ইউনিয়ন ও আন্তর্জাতিক ক্রেতাদের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে এবং আইএলও'র প্রযুক্তিগত সহায়তায় আরসিসি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এর অর্থায়ন করেছে কানাডা, নেদারল্যান্ডস এবং যুক্তরাজ্য সরকার।

আরসিসির কার্যক্রম

আরসিসি একটি অস্থায়ী প্রতিষ্ঠান যা ন্যাশনাল ইনিশিয়েটিভ-এর অধীনস্থ তৈরি পোশাক কারখানাগুলোতে পরিচালিত সংস্কারকাজের তত্ত্বাবধান করছে।

ন্যাশনাল ইনিশিয়েটিভ পরিদর্শন করেছে এমন কারখানাগুলোতে সংশোধনমূলক কর্মপরিকল্পনা (ক্যাপ) ও ভবনের বিস্তারিত কারিগরি মূল্যায়ন (ডিইএ) বাস্তবায়িত হচ্ছে কিনা তা নিরীক্ষণ করছে আরসিসি।

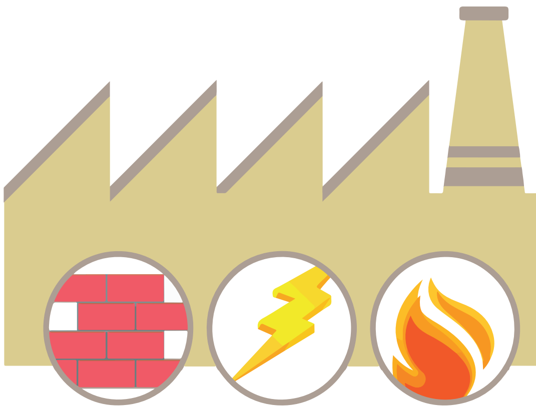

আরসিসি অ্যাকর্ড ও অ্যালায়েন্সের সাথে অভিজ্ঞতা বিনিময়ে সহায়তা করবে এবং একটি টেকসই শ্রম পরিদর্শন ব্যবস্থা অর্জনের লক্ষ্যে সরকারী কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি করবে।

আরো তথ্যের জন্য: http://rcc.dife.gov.bd

Canada

Kingdom of the Netherlands

UKaid from the British people

For more info visit: http://rcc.dife.gov.bd

Remediation Coordination Cell (RCC)
Pragati Insurance Bhaban (10th Floor)
20-21 Kawran Bazar, Dhaka- 1215, Bangladesh